দর্শনা রেল বাজারের প্রবেশ মুখে জীবনু-নাশক টানেল উদ্বোধন

দর্শনা রেল বাজারে প্রবেশ মুখে স্বাস্থ্য বিধি সুরক্ষায় ওয়েভ ফাউন্ডেশনের পক্ষ দর্শনা রিক্সা স্ট্যান্ড বটতলায় থেকে জীবনু- নাশক স্প্রে টানেলের উদ্বোধন করলেন চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সংসদ সদস্য হাজী আলী আজগার টগর।

বৃস্পতিবার সকাল সাড়ে ৯টায় উদ্বোধনের পর জীবনু-নাশক স্প্রে টানেলের কার্যক্রম শুরু হয়। ফলে রেল বাজারে ক্রেতা ও বিক্রেতারা জীবানুমুক্ত হয়ে বাজারে স্বাস্থ্য সুরক্ষা করে নির্বিঘ্নে বাজারে প্রবেশ করে তাদের কেনা-কাটা করছে।

এছাড়া তিনি সকাল ৯টায় দর্শনা অংকুর কেজি স্কুল মাঠে কর্মহীন মানুষের মাঝে খাদ্য উপহার প্রদান করেন। এরপর জীবনু-নাশক স্প্রে টানেল উদ্বোধন শেষে চুয়াডাঙ্গার উদ্যেশে চলে যান।

বাজার কমিটির উদ্যোগে বাজারের সব কয়টি প্রবেশ মুখে জীবানু-নাশক দিয়ে চটের বস্তা ভিজিয়ে রেখেছে এবং যুব ফোরামের মাধ্যমে প্রত্যেক ক্রেতা-বিক্রেতাদের হাতে স্যানিটাইজ লাগিয়ে দিচ্ছে। এছাড়া বাজারে শিশু ও বৃদ্ধদের প্রবেশ নিষেধ করছেন। সবচেয়ে এবার রমজানের বাজার ব্যবস্থাপনায় করোনা মুক্ত রাখতে তাদের এ উদ্যোগ বেশ প্রসংশা পেয়েছে।

এছাড়া বাজারের ভিতর বাই-সাইকেল, মোটর-সাইকেল, ভ্যান, রিক্সা, আলমসাধু ও অটোরিক্সা প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে না। ফলে ক্রেতারা নির্বিঘ্নে তাদের দুরুত্ব বজায় রেখে কেনা কাটা করতে পারছে।

জীবনু-নাশক স্প্রে টানেলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলার চেয়ারম্যান আলী মুছুর বাবু, উপজেলা নিবার্হী অফিসার এস এস মুনিম লিংকন, দর্শনা দোকান মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক সাবির হোসেন মিকা, ওয়েভ ফাউন্ডেশনের অর্থ পরিচালক আমিরুল ইসলাম ও সমন্বয়কারী কিতাব আলী প্রমুখ।

দর্শনা পৌরসভায় করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে আলোচনা সভা

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা পৌরসভার উদ্যোগে ঈদকে সামনে রেখে করোনা ভাইরাস মাহামারি প্রতিরোধ কল্পে জন সচেতনতা মূলক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল বুধবার দুপুর ১২ টায় দর্শনা অডিটোরিয়াম হলরুমে করোনাভাইরাস মাহামারি প্রতিরোধ কল্পে জন সচেতনতা মূলক আলোচনা সভায় দর্শনা পৌর আ’লীগের সভাপতি মেয়র মতিয়ার রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের সাবেক প্রশাসক ও উপজেলা আ’লীগের সাধারণ সম্পাদক মাহফুজুর রহমান মনজু।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, দর্শনা থানার অফিসার্স ইনচার্জ (ওসি) মাহবুবুর রহমান কাজল, দর্শনা কেরু এন্ড কোম্পানীর জি এম (প্রশাসন) শেখ শাহাবুদ্দিন, দর্শনা ইমাম সমিতির সভাপতি মো: নূরুল ইসলাম, দর্শনা প্রবীণ কমিটির সাধারণ সম্পাদক আকমত আলী, ঈদগাহ কমিটির সভাপতি জাহিদুল ইসলাম।

এছাড়া আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন জন প্রতিনিধি, আ’লীগ নেতা, মসজিদের ইমাম, সাংবাদিকসহ স্থানীয় সুধী সমাজের নেতৃবৃন্দ।

দর্শনা বাজার পরিদর্শন ক্রেতা- বিক্রেতাদের স্বাস্থ্য সচেতনতা

মানার আহ্বান করেন এমপি টগর

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা রেল বাজারে গতকাল সকাল ১১ ঘটিকার সময় পরিদর্শন করেছেন চুয়াডাঙ্গা-০২ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য হাজী মোঃ আলী আজগার টগর। সেই সময় তিনি ক্রেতা-বিক্রেতাদের কে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে ও স্বাস্থ্য সচেতনতা মেনে কেনাকাটা করার আহ্বান জানান।

তিনি সকল ক্রেতা-বিক্রেতাদের বলেন, আপনারা সকলে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে ও স্বাস্থ্য সচেতনতা মেনে কাজ করলে বর্তমান মহামারী করোনা ভাইরাস থেকে আমরা নিরাপদ থাকতে পারবো সেই সাথে এর সংক্রমণ ও রোধ করতে পারবো।

দর্শনা বাজার পরিদর্শন শেষে তিনি বলেন, দর্শনা রেল বাজার কমিটি বাজারের মূল প্রবেশমুখে সেচ্ছাসেবক দিয়ে সকলকে হ্যান্ড স্যানিটাইজার দিয়ে ও সাবান দিয়ে হাত পরিষ্কার করার পর বাজারে প্রবেশ করতে দিচ্ছে এটি একটি ভালো উদ্যোগ এজন্য তিনি বাজার কমিটির সভাপতি টিপু সুলতান ও সেক্রেটারি সাব্বির হোসেনকে ধন্যবাদ জানান এবং সেই সাথে বাজার কমিটির সকল সদস্যকে দর্শনা রেল বাজারকে সবসময় নজরদারি তে রাখতে বলেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলী মুনছুর বাবু, দর্শনা পৌর মেয়র মতিয়ার রহমান ও দর্শনা থানার ওসি মাহবুবুর রহমান প্রমুখ।

দর্শনা কেরু উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও তার বন্ধুদের সহযোগিতায় খাদ্য সামগ্রী

বিতরণ

দর্শনা কেরু উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক রাসেল আহম্মেদ শাওন ও তার বন্ধুদের সহযোগিতায় ২৩০ টি পরিবারের মাঝে গতকাল রবিবার রাতে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

এ বিষয়ে কেরু উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক রাসেল আহম্মেদ শাওন বলেন বর্তমান বিশ্বে করোনা ভাইরাস গভীর ভাবে হানা দিয়েছে। অন্যন্য দেশের মতো আমাদের বাংলাদেশেও এই করোনা ভাইরাস হানা দিয়েছে, যার কারণে সরকার বাংলাদেশের সব জায়গায় লকডাউন করে দিয়েছে ফলে অনেকে কর্মহীন হয়ে গেছে। অনেক গরীব অসহায় পরিবার আছে যারা না খেয়ে দিন কাটাচ্ছেন।

এজন্য মানুষ মানুষের জন্য এটি চিন্তা করে আমি নিজে এবং বন্ধুদের সহযোগিতায় সমাজের ২৩০ জন কর্মহীন ও অসহায় মানুষদের মাঝে ঈদ পূর্ব সামান্য সাহায্য প্রদান করেছি আমার বন্ধুদের সহযোগিতায়।

প্রতিটি প্যকেটে ছিল চাল ৫ কেজি, ডাল ১ কেজি, আলু ১ কেজি, তেল ১ লিটার, পেঁয়াজ ১ কেজি, লবণ ১ কেজি, চিনি হাফ কেজি, সেমাই এক প্যাকেট ও একটা সাবান।

আয়োজনটা আমি এবং আমার বন্ধুদের সহযোগিতায় সম্পন্ন করতে পেরে এবং কর্মহীন ও অসহায় গরীব মানুষকে সাহায্য করতে পেরে আনন্দিত, সেই সাথে সমাজের সকল বিত্তবান শ্রেণির মানুষের কাছে আবেদন আপনারা এগিয়ে আসুন তাহলেই আমরা এই সংকট ময় যুদ্ধে জয়ী হতে পারবো।

দর্শনা ট্রাক মালিক শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদকের বিরুদ্ধে সরকারী অনুদান বিতরণে

অনিয়মের অভিযোগ

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা ট্রাক মালিক শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক নাজিম উদ্দীনের বিরুদ্ধে সরকারী অনুদান বিতরণে নানা অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে।

জানা যায়, মহামারী করোনার কারণে ট্রাক মালিক শ্রমিক ইউনিয়নের অনেক শ্রমিক মানবেতর জীবনযাপন করছিলেন। এরই ধারাবাহিকতায় চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসন শ্রমিকদের জন্য সরকারি অনুদান সাধারণ সম্পাদক নাজিম উদ্দীনের কাছে হস্তান্তর করেন। পরে তা প্রকৃত শ্রমিকদের কাছে বিতরণ করতে বলা হয়।

কিন্তু সে নিজের মন মত যাকে ইচ্ছা তাকে অনুদান দিয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। গত রবিবার (৩ মে) সকাল ১১ টার দিকে ওই সরকারী অনুদান দর্শনা পৌরসভার কার্যালয় নির্ধারন করে বিতরণ করা হয়।

এসময় শ্রমিকরা অভিযোগ করে বলেন, এসব অনুদান কোনো প্রকৃত শ্রমিককে দেওয়া হচ্ছে না। তিনি মন মত যাদের খুশি অনুদান সামগ্রী বিতরণ করছেন।

শ্রমিকরা আরও অভিযোগ করেন, নাজিম উদ্দীন যাদের এই অনুদান দিয়েছে সকলেই তার পক্ষের ও যাদের মোটর শ্রমিকের কার্ড অনেক আগে মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে। তারাই অনুদান পেয়েছে আর প্রকৃত শ্রমিকরা অধিকাংশই এ অনুদান থেকে বাদ পড়েছে।

এমন অনিয়মের অভিযোগের খবর শুনে ঘটনাস্থলে দর্শনা মেয়র এসে সকলকে শান্ত করেন এবং অপরাধি নাজিম উদ্দিনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানান। এছাড়া ঢাকা-দর্শনার মধ্যে চলাচলকারী পরিবহণ ৯০জন শ্রমিকের কেউই এ ত্রান পায়নি বলে অভিযোগ তোলে।

এসময় সেনাবাহিনি ও দর্শনা থানার পুলিশ ঘটনা স্থান পরিদর্শন করেন। এসময় মটর শ্রমিকরা নাজিম উদ্দিনের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য জেলা প্রশাসকের নিকট দাবী তোলেন।

দর্শনায় ফেন্সিডিল সহ দুই মাদক ব্যবসায়ী আটক

দামুড়হুদার দর্শনা থানা পুলিশ মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ফেনসিডিল সহ দুই মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছেন পুলিশ।

গতকাল সোমবার রাত ১০ টায় দামুড়হুদার দর্শনা থানায় অফিসার ইনচার্জ মাহাবুবুুর রহমানের নির্দেশে এস আই সাইফুল ইসলামের নেতৃত্বে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সঙ্গীয় সদস্য নিয়ে পারকৃষ্ণপুর
- মদনা ইউনিয়নের ছয়ঘরিয়া গ্রামের ইব্রাহিম হোসেনের ছেলে আহসান
(৪০) ও আদম আলীর ছেলে শাহজাহান (১৯) এর বাড়িতে অভিযান চালায়। অভিযান চালিয়ে ৪০ বোতল ফেন্সিডিল সহ তাদের কে আটক করেন।

এস আই সাইফুল ইসলাম জানান, “গোপন সংবাদের মাধ্যমে তাদের আটক করি। তাদের স্বীকারোক্তি জানতে পারি এদের একটি চক্র অভিনব কায়দায় মাদক ব্যবসা চালিয়ে আসছিলো।”

তিনি আরও বলেন, “মাদকের বিরুদ্ধে পুলিশ প্রশাসন এর কঠোর বার্তা জিরো টলারেন্স। মাদক ব্যবসায়ীরা যতই শক্তিশালী হোক না কেন কেউ রেহাই পাবে না।”

আটককৃতের বিরুদ্ধে পুলিশ বাদী হয়ে দর্শনা থানায় মাদক দ্রব্য আইনে মামলা দায়ের করেছেন।

চুয়াডাঙ্গা জেলায় শ্রেষ্ট ওসি দর্শনা থানার মাহাবুবুর রহমান

চুয়াডাঙ্গা জেলার ৫টি থানার মধ্যে দর্শনা নবগঠিত থানা আইন শৃঙ্খলাসহ সার্বিক বিষয়ে ১ম স্থানে আবস্থান করেছে।

গতকাল মঙ্গলবার দুপুর সাড়ে ১২টায় গত মার্চ-২০২০ মাসের জেলা আইন শৃঙ্খলা ভিডিও কনফারেন্স এর সভায় দর্শনা থানাকে শ্রেষ্ঠ থানা

হিসাবে ঘোষনা করেন জেলা পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম।

এছাড়া দর্শনা থানার অফিসার্স ইনচার্জ মাহাব্বুর রহমান, এসআই শরিফুল ইসলাম ও এএসআই মারুফুল ইসলামকে দক্ষতার সাথে তাদের দায়িত্ব পালন করায় শ্রেষ্ঠ কর্মকর্তা হিসাবে নিবার্চন করেন।

মাদকসহ বিভিন্ন অভিযানে আসামী গ্রেফতার, অপরাধ দমনে দক্ষ ভুমিকা, দর্শনা থানার সার্বিক আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভাল রাখার প্রেক্ষিতে দর্শনা নবগঠিত থানকে ও অফিসার্স ইনচার্জসহ ৩জন অফিসারকে শ্রেষ্ঠ অফিসার হিসাবে স্বীকৃতি দেন জেলা পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম।

দর্শনায় ৪ কেজি গাঁজাসহ এক জন আটক

দর্শনা পারকৃষ্ণপুর মদনা ইউনিয়নের হৈবতপুর গ্রামের মাঠ থেকে চার কেজি গাজাসহ একজনকে আটক করেছে দর্শনা থানা পুলিশ।

গতকাল শুক্রবার বেলা ৫ টার দিকে দর্শনা থানার অফিসার্স ইনচার্জ মাহাবুবুর রহমান এর নেত্রীত্বে এস আই সাইফুল ইসলাম সঙ্গীও ফোর্স নিয়ে ছোট বলদিয়ার আফসার আলীর ঘর জামাই এবং মৃত খোদা বক্র এর ছেলে গিয়াস উদ্দিন (৩২) কে ৪ কেজি গাজাসহ গ্রেফতার করে পুলিশ।

পুলিশ জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পারে হৈবতপুর মাঠে গিয়াস উদ্দিন অভিনব কৌশলে ঘাসের বস্তার মধ্যে ৪ বান্ডেল গাজাসহ অবস্থান করছিল। এসময় পুলিশ ক্রেতা সেজে সাদা পোষাকে ৪ কেজিসহ গাঁজা সহ গিয়াস উদ্দিকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়।

উল্লেখ্য নবগঠিত দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ মাহাবুবুর রহমান একের পর এক অভিযান অব্যহত রেখে চলেছে। ইত্যেমধ্যে জন-সাধারণের বেশ প্রসংশা পেয়েছে।

চুয়াডাঙ্গার তিতুদহের স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণ, মামলা করায় ধর্ষীতার পরিবারকে হুমকি

চুয়াডাঙ্গার তিতুদহের আড়িয়া গ্রামের চকপাড়ায় বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে স্কুলছাত্রী নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে প্রভাবশালী ঘরের ছেলে তন্ময়ের বিরুদ্ধে। ধর্ষণ এবং তাদের মধ্যকার অন্তরঙ্গ অশ্লীল কোথপোকথন মোবাইলে ভাইরাল করে দিয়েছে তন্ময়।

এঘটনায় নাবালিকার পিতা বাদি হয়ে অভিযুক্ত তন্ময় ও তার পিতার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছেন। তবে পুলিশ ঘটনার সাথে জড়িত কাউকে এখন পর্যন্ত গ্রেফতার করতে পারেনি। এদিকে মামলা করায় ধর্ষীতার পরিবারকে নানাভাবে হুমকি ধামকি অব্যাহত রেখেছে ধর্ষকের সাঙ্গপাঙ্গরা।

জানাগেছে, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার তিতুদহ ইউনিয়নের আড়িয়া গ্রামের চকপাড়ার হতদরিদ্র পরিবারের এক নাবালিকা মেয়ের সাথে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তোলে একই পাড়ার প্রভাবশালী মুকুল হোসেনের ছেলে শাহিন আরেফিন তন্ময়।

নাবালিকা মেয়ে অভিযোগ করে বলেন, প্রেমের একপর্যায় তন্ময় বিয়ের মিথ্যা প্রতিশ্রুতিতে ডেকে নিয়ে তার দেহভোগ করে। প্রথম দিনের ঘটনার পর থেকে তন্ময়ের সাথে মোবাইলে নিয়মিত অন্তরঙ্গ কথাবার্তা চলতে থাকে। আমি বুঝতে পারেনি আমাদের মধ্যকার কথাবার্তা তন্ময় তার মোবাইলে রেকডিং করে রাখে। প্রথম দিনের ঘটনার পর থেকে সে এসব নেটে ছেড়ে দেবার ভয় দেখিয়ে তার কথামত চলতে বলে। আমি তন্ময়ের কথায় ভয় পেয়ে তার কথামত চলতে থাকি। আমার সাথে সম্পর্কের অবনতি দেখা দিলে তন্ময় তার মোবাইলে ধারণকৃত কথোপোকথন সাপ্তকানিক আগে বিভিন্ন জনের মোবাইলে ছেড়ে দেয়।

মেয়ের পিতা ছেলের এহনো কর্মকাণ্ডের বিষয়টি মুকুল হোসেনকে জানালে উল্ট ছেলের অপরাধ ঢেকে মেয়ের কুৎসা রটাতে থাকে। মেয়ের সর্বনাশের বিষয়টি জানতে পেরে হতদরিদ্র পিতা দিশেহারা হয়ে পড়ে এবং

বিচার চেয় গ্রাম্যমাতব্বরদের দ্বারে দ্বারে ধর্ণদিতে থাকে।

শেষমেশ উপায়অন্ত না পেয়ে বুধবার মেয়ের পিতা অভিযুক্ত তন্ময়ের বিরুদ্ধে ধর্ষন ও অপরাধীকে সার্বিক ভাবে সহযোগিতা করার অপরাধে মুকল হোসেনকে আসামী করে দর্শনা থানায় মামলা দায়ের করেছেন। মামলা দায়েরের ৪ দিন অতিবাহিত হলেও পুলিশ এখনও কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি।

এদিকে মামলার তদন্তকারি কর্মকর্তা দর্শনা থানার তদন্ত ওসি মাহাবুর রহমান বলেন, আসামীদের গ্রেফতারে সর্বাত্নক চেষ্টা চালানো হচ্ছে। গ্রামসূত্রে জানাগেছে, অভিযুক্ত তন্ময়ের পিতা গ্রামের প্রভাবশালী ব্যাক্তি হওয়ায় তার বিরুদ্ধে কেউ মুখখুলতে সাহস পাচ্ছে না। এমন কি মেয়ের পরিবারকে নানাভাবে হুমকি ধামকি অব্যাহত রেখেছে।

চুয়াডাঙ্গার আওয়ামী লীগ নেতার বিরুদ্ধে চাল চুরির অভিযোগ! তদন্ত কমিটি গঠন

চুয়াডাঙ্গা সদর গড়াইটুপি ইউনিয়নের চালের ডিলার হায়দার মল্লিকের বিরুদ্ধে ওএমএসের চাল চুরির অভিযোগ উঠেছে।

কার্ডধারীরা অভিযোগ করে বলেন, ডিলার হায়দার মল্লিক ধীর্ঘদিন থেকে এভাবে চাল কম দিয়ে আসলেও অভিযোগ করে কোন প্রতিকার পায়নি।

অভিযোগের ভিত্তিত্বে উপজেলা প্রশাসরে পক্ষ থেকে তিন সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠণ করা হয়েছে বলে জানাগেছে।

অভিযোগে জানাগেছে, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার গড়াইটুপি ইউনিয়নের ১০ কেজি দরের চাল বিক্রির ডিলারশীপ পায় আ.লীগ নেতা হায়দার মল্লিক। তিনি গত ৯ এপ্রিল ৬০৩ জন কার্ড ধারীর বিপরীতে ৬০৩ বস্তা চাল তুলে আনেন সরোজগঞ্জ সরকারি খাদ্যগুদাম থেকে। গত রোববার সকাল ৯টার দিকে ওই চাল তিনি গড়াইটুপি বাজারের গোডাউন থেকে কার্ডধারীদের

মধ্যে বিক্রি শুরু করেন।

ইউনিয়নের খাসপাড়া ও গবরগাড়া গ্রামের কয়েকজন কার্ডধারী তারা তাদের চাল কিনে নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। এসময় তারা তাদের চাল বাজারের একটি দোকানে গিয়ে মাপযোগ করেন। মাপযোগ কালে দেখতে পান বস্তাপতি (৩০ কেজি) ২ থেকে দেড় কেজি করে চাল কম রয়েছে।

বিষয়টি উপস্থিত থাকা ইউপি সদস্য জাকির হোসেনকে বলেন। জাকির হোসেন তাৎক্ষনিক ইউপি চেয়ারম্যান আকতার হোসেনকে অবগত করেন। চেয়ারম্যান ঘটনাস্থলে পৌছান এবং বস্তা পুনরায় মাপযোগ করে তার সত্যতা পায়। চেয়ারম্যান বিষয়টি চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে অবগত করেন।

খবর পেয়ে কিছু খনের মধ্যে ঘটনাস্থলে পৌছান চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা এসিল্যাণ্ড ইসরাত জাহান। এসময় উৎসুক জনতা ভিড় জমায়। তিনিও বস্তায় চাল কম থাকার বিষয়টি ডিলারের নিকট জানতে চান।

এসময় ডিলার হায়দার মল্লিক জানান, সরোজগঞ্জ সরকারি খাদ্যগুদাম থেকে যে ভাবে দিয়েছে তিনি সে ভাবেই নিয়ে এসে কার্ডধারীদেকে দিচ্ছেন। কিছুক্ষণ পর ডিলার, চেয়ারম্যান, মেম্বর, এসিল্যাণ্ড সকলেই সরোজগঞ্জ সরকারি খাদ্যগুদামে যান এবং সেখানকার বস্তার চাল ওজন করেন। গুদামের বস্তার চাল মপযোগ সঠিক পান। তখন বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন ওঠে ডিলার হায়দার মল্লিক প্রথম থেকেই এভাবে চাল কম দিয়ে আসলেও কোন অভিযোগেই কর্ণপাত করেননি।

ইউপি সদস্য জাকির হোসেন বলেন, কার্ডধারীরা আমার কাছে বললে আমি চাল মাপতে বলি এবং প্রায় বস্তায় ২ থেকে দেড় কেজি করে চাল কম পাওয়া যায়। এভাবে ৬০৩ বস্তা চাল মাপযোগ করলে তো অনেক চাল কম হবে। পরে ৬০টি বস্তার চাল মাপযোগ করা হয়। সেখানেও ৫০ থেকে ৫২টি বস্তায় একই ভাবে চাল কম পাওয়া যায়। হুক মেরে পড়ে গেলে একআধটা বস্তার চাল কম হতে পারে তাইবলে এত বস্তার চাল কম মেনে নেওয়া যায় না।

এ ব্যাপারে ডিলার হায়দার মল্লিক বলেন, আমাকে যে ভাবে গুদাম থেকে দিয়েছে আমি সেই ভাবেই কার্ডধারীকে দিয়েছি। আমি কোন চাল চুরি করিনি।

সরোজগঞ্জ সরকারি খাদ্যগুদামের দায়িত্বরত ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোল্লা আহম্মেদ জামান বলেন, কোন ডিলার যখন চাউল নেয় তখন সে তার